MAY 24 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

পোনা সংগ্রহ, গাছ কাটা, ধানের ছড়া টোকানোই ওদের পেশা

সাগর উপকূলবর্তী এলাকায় ২০ সহস্রাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

পটুয়াখালী থেকে নিখিল চাটার্জী ঃ পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, সচেতনতার অভাব, প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কুয়াকাটাসহ জেলার গলাচিপা ও কলাপাড়া এলাকার ২০ সহস্রাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেও পটুয়াখালী জেলার বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কারণে তা কার্যকর হচ্ছে না। বিভিন্ন এনজিও-গুলোর কর্মকর্তারাও এ বিপুল সংখ্যক শিশুকে স্কুলগামী করতে তাদের অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারছে না। কুয়াকাটা এলাকার আব্দুল কাসেম (৭০) ও আঃ মান্নান এ প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপকালে বলেন, 'ল্যাহাপড়া কইরা কি হইবে, আমাগো গুরাগারারাতো আর জজ-ব্যারিস্টার হইবে না। অরাতো আমাগো মতো কুলি-মজুরই হইবে। তাই ছোডোকাল হইতেই কাজে লাগান ভাল'। এ সময় ওই এলাকার আরও কয়েকজন অভিভাবক শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে থেকে কাসেম ও মন্নানের কথাগুলো সমর্থন করেন। একই অবস্থা ধুলাশ্বর, চরচাপলী, চরকাউরা, গঙ্গামতি এলাকাগুলোয় লক্ষ্য করা গেছে। এ সকল এলাকার পরিবারগুলোর সারা বছরই অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। সেক্ষেত্রে স্কুলে না গিয়ে, পিতা-মাতাকে কাজে সহায়তা একটু ভাল খেতে পারে। অভিভাবকরাও তাদের সাহায্যকারী হিসেবে নিজের ছেলে মেয়েদের কাজে লাগিয়ে দু' পয়সা বেশি রোজগার করতে পারে।

এছাড়াও এসব এলাকার রাস্তাঘাট খুবই অনুন্নত। অনেক স্থানে গহীন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেড়িবাঁধই তাদের একমাত্র চলাচলের পথ। অনেক এলা-কায় 'বাইপাস' সড়ক থাকলেও তাতে রয়েছে বড় বড় 'ডাঙ্গা' যা শুকনো মৌসুমেও শুকায় না। বর্ষা মৌসুমে এসব 'ডাঙ্গায়' বড়দের বুক সমান পানিতে বোঝাই থাকে।

বেসরকারি সংস্থা প্রশিকা, আশার কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, 'এদের গ্রুপ করে ঋণ দিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও কোন লাভ হয়নি' কারণ হিসেবে বলেন, 'লোনের টাকা দিয়ে মোরগ, হাঁস কিংবা শাকসবজির বাগান তৈরি করলেও কাছাকাছি কোন বাজার না থাকায় তারা তাদের উৎপাদিত ফসল ,বাজারজাত করতে পারে না। রাস্তা-ঘাটের অবস্থাও খুবই খারাপ। তাই এসব এলাকার শিশুরা সাগরকূলে চিংড়ির পোনা আহরণ, বনাঞ্চল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি এবং ধানের মৌসুমে 'ছড়া' কুড়িয়ে তাদের মা-বাবাকে সহায়তা করে থাকে'।

এলাকার চেয়ারম্যান ও মেম্বররা এসব শিশুকে স্কুলগামী করার জন্য শিশুদের অভিভাবকদের সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। যে কারণে এলাকার রাস্তা-ঘাটের উন্নয়নের নামে চাল-গম বরাদ্দ করে তা গোডাউন ঘাটেই চোরাচালানিদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে আসে। কোন কর্মকর্তা পরিদর্শনে গেলে, 'সাগরের ঢেউয়ের তোড়ে কাঁচা রাস্তা ভেঙে গেছে' বলে চালিয়ে দেয়। এছাড়াও বিত্তশালী চেয়ারম্যান, মেম্বররা চান না যে, এলাকার গরিব লোকের ছেলেরা লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক। কারণ তাদের ধারণা 'শিক্ষিত হলেই ওরা প্রতিবাদী হবে'।

পটুয়াখালী ঃ লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত এক শিশুকে কলাপাড়া উপজেলার চরধুলাশ্বর এলাকায় সাগর কুলে বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণ করতে দেখা যাচ্ছে — সংবাদ